সংবাদ

তারিখ ... 06 AUG 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 8 কলাম ... 1 ...

017

বই ছাড়া শিক্ষা আর কতকাল

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হাতে কখনই সময়মতো পাঠ্যবই পৌঁছায় না। এটা নিছক অভিযোগ মাত্র নয়, বাস্তব সত্য। প্রতি বছরই পাঠ্যবই দেরীতে মেলে। এক-দু' মাস তো ধর্তব্যের মধ্যে নয়, বারো মাসের এক-তৃতীয়াংশ কেন, কোন কোন বার অর্ধেক সময় কেটে যাওয়ার পরেও অনেক ছাত্রছাত্রী বই পায় না। যেমন এবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহু ছেলেমেয়ে সাত মাসের মধ্যে আদৌ বই পায়নি। মাধ্যমিক বিভাগের কোন কোন বিষয়ের বই ছেপে বের করতে মাস চারেক পেরিয়ে গেছে। শিক্ষাবর্ষের গোড়া থেকে বই নেই, বই নেই বলে খবর আসতে থাকে এবং অর্ধেক বছর শেষ হলেও খবর শেষ হয় না। সিলেটের খবর, সেখানকার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ প্রাথমিক ছাত্রছাত্রী সাত মাসের মধ্যেও বই পায়নি। অথচ ঐ জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় বেশ কিছু পাঠ্যবই পানিতে ভেসে যাওয়ার সময় জেলেদের জালে আটকা পড়েছে, এসব বই বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠানো হয়েছিল (সংবাদ, ১৩ই শ্রাবণ)। ফেনী জেলার প্রায় পঁচিশ হাজার শিক্ষার্থী এখনো বই পায়নি বলে খবর বেরিয়েছে গত ১৬ই শ্রাবণ তারিখের সংবাদে। এর অর্থ এইসব ছাত্রছাত্রীর বই ছাড়াই বছরের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে।

কেমন ব্যবস্থায় এমন হয় সেটাই জানতে ইচ্ছে করে। ঠাটবাট ঠিক রাখতে দপ্তর, পরিদপ্তর, বিভাগ, উপবিভাগ ও তাদের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্তা, কর্মকর্তার নতুন নতুন পদ শিক্ষা বিভাগেও বেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন সরকারই কারো চেয়ে পিছিয়ে থাকেননি। এক শিক্ষা পরিচালকের বদলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরী (টেকনিক্যাল) শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র পরিদপ্তর ও তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিচালক এবং সবার ওপরে একজন মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, পাঠ্য বিষয় নির্বাচনকারী বোর্ড ও গঠন করা হয়েছে বই-পুস্তক ছাপা ও তৈরী করার জন্য। জেলা থেকে উপজেলা পর্যন্ত সকল পর্যায়ে শিক্ষা অফিসাররা আছেন জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিয়ে। অর্থাৎ সবদিকের জন্য সবাই রয়েছেন। তবু আমাদের শিক্ষার মান এবং শিক্ষাঙ্গনের ছবি আজ সকলের মনে ক্ষোভ জাগায় কেন? ভিতরে গলদ কোথায় এবং কতখানি তা কি ভেবে দেখার একটু অবকাশ কর্তৃপক্ষ করে নিতে পারেন না?

সবদিকের কথা এ প্রসংগে না বলে কেবল স্কুল পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছানোর ব্যাপারে দীর্ঘদিন যাবৎ যে অব্যবস্থা চলছে সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এজন্য কে দায়ী কিম্বা কে নয় সেটাই বুঝা মুশকিল। কার্যক্ষেত্রে আছে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তর ও পাঠ্য বিষয় নির্ধারণী বোর্ড। অন্যদিকে রয়েছে মুদ্রক, প্রকাশক ও পরিবেশক। এদের মধ্যে কাদের কাজের দরুন বই ছাপার জন্য দিতে, ছাপাতে ও বিলিবণ্টনের ব্যবস্থা করতে এত বেশী সময় খরচ হয়? পাঠ্য বিষয় নির্ধারণী বোর্ড বিষয়বস্তু কি সময়মতো ঠিক করে পাঠায়? স্কুল পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কি ঠিক সময়ে বই ছেপে বের করে বণ্টনকারীদের হাতে পৌঁছায়? এবং বণ্টনের দায়িত্ব যাদের তাঁরা কি যথাযথভাবে তা পালন করেন? এসব প্রশ্ন ওঠে ছাত্রছাত্রীরা যথাসময়ে তাদের পাঠ্যবই পায় না বলে।

[illegible] স্কুল পাঠ্যবই ঘন ঘন বদলানো হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক সব পর্যায়ের সব বিষয়ের বই-ই কর্তৃপক্ষ পাল্টিয়ে চলেছেন। ঘন ঘন বদলানোর অভ্যাস কি সমস্যার মূলে নেই? অংক, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, প্রাকৃতিক ভূগোল এসব বিষয়ের বই সাত/আট বছরের মধ্যে না পাল্টালেও ক্ষতি নেই। কারণ এগুলোর ধারা ও সূত্র এত তাড়াতাড়ি বদলায় না। ইতিহাসের ঘটনাও বদল করা যায় না। তবু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের এসব বিষয়ের নিত্যনতুন পাঠ্যসূচী ঠিক করতে বোর্ডের পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রতি বছর দফায় দফায় বৈঠকে বসেন। তারপর লেখকরা পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন এবং সেই পাণ্ডুলিপি ছাপার জন্য প্রেস, কাগজ প্রভৃতির ব্যবস্থা হলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বই বের হতে পারে। এতে স্বাভাবিক নিয়মেই যথেষ্ট সময় খরচ হয়। তদুপরি কাজে দেরী সকলেই করেন। বই বদলানোর অভ্যাস কমালে এবং নিউজপ্রিণ্ট ছেড়ে একটু ভাল কাগজে বই ছাপানো হলে অনেক ঝামেলা এড়ানো যেত। বহু ছেলেমেয়ে পুরনো বই দিয়ে কাজ চালাতে পারতো, নতুন বই এত বেশী ছাপানোর দরকার হতো না এবং বই ছাড়া বছর পার করার প্রশ্ন থাকতো না। কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত দিক চিন্তা করে অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা কি করতে পারেন না?

ছাপায় দেরী ছাড়াও বিলিবণ্টনের প্রশ্ন আছে। মাধ্যমিক শ্রেণীর বই এজেণ্ট ও বিক্রেতাদের মাধ্যমে সরবরাহ করতে আছে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। সেখানে কোন অব্যবস্থা হলে তার জন্য দায়ী বোর্ড, কিন্তু যে বই সরকার বিনামূল্যে সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রাথমিক পর্যায়ের সেইসব বই ছাত্রছাত্রীদের হাতে ঠিকমতো পৌঁছানোর দায়িত্ব কি প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের নয়? থানা অর্থাৎ উপজেলা পর্যায়ে অফিসার ও কর্মচারী থাকতেও এই পরিদপ্তর তার দায়িত্ব পালন করতে পারে না কেন? বছরের গোড়ার দিকে এই অফিসাররা যাতে নিজ নিজ এলাকার সব বিদ্যালয় পরিদর্শন করে ছাত্রছাত্রীদের হাতে সরাসরি বই তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেন তেমন নির্দেশ কি কর্তৃপক্ষ দিতে পারেন না? মহাপরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কি পারেন না পাঠ্যবই সময়মতো ছাপা ও সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যাপারটা বিশেষ খেয়ালের মধ্যে রাখতে?